দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 24 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

192

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ কোর্স

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ফলে, শিল্পায়নসহ ব্যবসার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের। এদিক চিন্তা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) বিবিএ কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং গত ১০ অক্টোবর '৮৭ "দৈনিক পত্রিকা"য় বিবিএ কোর্সের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়। উক্ত কোর্সে ভর্তির জন্য আমরা প্রায় ৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছি। কিন্তু কিছুসংখ্যক ব্যবসা প্রশাসন শিক্ষাবিরোধী লোকের চাপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ গত ২২ ডিসেম্বর '৮৭ বিবিএ কোর্স স্থগিত ঘোষণা করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গত এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবিএ কোর্স চালুর অনুমতি দেয়নি।

বিবিএ কোর্স চালুর অনুমতি না দেয়ার ফল ভোগ করছে আমাদের মত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, যাদের পক্ষে বিদেশে গিয়ে বিবিএ'র মত ব্যয়বহুল কোর্সে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়।

১৯৬৬ সালের আইবিএ যখন এমবিএ কোর্স চালু করে তখনই বিবিএ কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর বিশ্ব ব্যাংকের পর্যালোচনা ও আইডিএ প্রকল্পের অধীনে কারিকুলাম রিভিউ কমিটির বিশেষ সুপারিশক্রমে আইবিএ'র অধীনে বিবিএ কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, আইবিএ এই কোর্স চালু করার জন্য শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, শিক্ষক নিয়োগ, অর্থের সংস্থান, গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বই সংগ্রহসহ গ্রীন রোডে ছাত্রদের ৫তলা বিশিষ্ট আবাসিক হল নির্মাণ করে।

বিবিএ কোর্স আমাদের দেশে চালু করার পিছনে স্পষ্ট যুক্তি এই যে,

প্রথমতঃ আইবিএ গত ২৩ বছরে মাত্র ৮০০ জন এমবিএ তৈরী করেছে কিন্তু তাদের পেশাগত দক্ষতার মান অনেকাংশে কম। যা একমাত্র বিবিএ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ এমবিএ ডিগ্রীধারীগণ সাধারণতঃ বহুজাতিক শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করে। ফলে, আমাদের দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ ব্যবস্থাপকের দারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। যা একমাত্র বিবিএ'র দ্বারা পূরণ করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে পেশাগত শিক্ষার দারুণ অভাব। এ জন্য পেশাগত শিক্ষা সম্প্রসারণেরও খুব প্রয়োজন। এদিকে চিন্তা করে বিবিএ কোর্স চালু করা একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ বিদেশে দক্ষ ব্যবস্থাপকের চাহিদা ব্যাপক। বিবিএ কোর্স চালু করে আমাদের দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও দক্ষ ব্যবস্থাপক প্রেরণ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

পঞ্চমতঃ প্রতি বছর বহু ছাত্র-ছাত্রী আমাদের দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা ও সুইডেনের মত ব্যয়বহুল দেশে বিবিএ কোর্সে লেখাপড়ার জন্য যাচ্ছে। এতে শুধু আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। তাই বিবিএ কোর্স চালু করা আমাদের দেশে আশু প্রয়োজন।

ষষ্ঠতঃ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ সম্পদের উন্নতি করা খুব প্রয়োজন। আমাদের দেশে বিবিএ কোর্স চালু করে অতিসহজে এ সম্পদের উন্নতি করা সম্ভব।

উপরোক্ত যুক্তিগুলোর প্রতি যথাযথ বিবেচনাসহ আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য, দেশের শিল্পায়ন এবং ব্যবসার উন্নতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে অতিসত্বর বিবিএ কোর্স চালু করার বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

—সরকার মোহাম্মদ আ